বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

৪ বৈশাখ, ১৪০৭
তারিখঃ-----------------
১৭ এপ্রিল, ২০০০

এফ,ই সার্কুলার নং-০৯

বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের
সকল অনুমোদিত ডিলার।

প্রিয় মহোদয়গণ,

১০০% রপ্তানীমুখী দেশীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে ১৯শে মার্চ, ২০০০ তারিখের ০৬নং এফই সার্কুলারের নির্দেশাবলীর পরিবর্তে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের নির্দেশনাবলী অনুসরণীয় হইবে ঃ

১৯৯৯-২০০০ অর্থ বৎসরে চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদানের সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০০% রপ্তানীমুখী (রপ্তানী নীতি ১৯৯৭-২০০২ এর ৮.৩.১ ধারায় প্রদত্ত সজ্ঞানুযায়ী) বাংলাদেশী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত চামড়াজাত দ্রব্যাদি (কেবলমাত্র products manufactured after retanning of pretanned leather, leather products whose price exceeds the ex-leather price and which change tariff head after manufacture এর জন্য) ১লা জুলাই, ১৯৯৯ হইতে ৩০শে জুন, ২০০০ পর্যন্ত সময়কালে জাহাজীকৃত বিদেশে রপ্তানীর জন্য প্রত্যাবাসিত নীট এফওবি মুল্যের ১০% হারে এই নগদ সহায়তা পরিশোধ্য হইবে। এই সিদ্ধান্তের সূত্রে মহা-হিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয় কর্তৃক প্রদেয় ছাড়ের বিপরীতে সরকারী হিসাব হইতে প্রয়োজনীয় তহবিল সংশ্লিষ্ট চামড়াজাত সামগ্রী উৎপাদনকারী-রপ্তানীকারকগণের প্রত্যক্ষ/প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর ডকুমেন্টস্ নিগোসিয়েশনকারী ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয়ের অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ইমপ্রেষ্ট আকারে আগাম যোগান দেওয়া হইবে। সংশ্লিষ্ট রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান স্বীয় প্রত্যক্ষ/প্রচ্ছন্ন রপ্তানী ডকুমেন্টস্ নিগোসিয়েশনকারী ব্যাংক শাখায় নগদ সহায়তার আবেদনপত্র দাখিল করিয়া রপ্তানী মূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়ার পর একই শাখা হইতে নগদ সহায়তা পরিশোধ লাভ করিবে। এই পরিশোধ কার্যক্রমে অনুসরণীয় ব্যবস্থা নিম্নের অনুচ্ছেদ সমূহে বিবৃত হইল।

০২। ১লা জুলাই, ১৯৯৯ হইতে ৩০শে জুন, ২০০০ পর্যন্ত জাহাজীকৃত চামড়াজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানীর ডকুমেন্টস্ নিগোসিয়েশকারী/ কালেকশনে প্রেরণকারী অনুমোদিত ডিলার শাখায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরাসরি রপ্তানীর ক্ষেত্রে ফরম-ক ছক মোতাবেক আবেদনপত্র দাখিল করিবে। উৎপাদনকারী ব্যতীত অন্য রপ্তানীকারকের মাধ্যমে একই সময়কালে জাহাজীকৃত চালানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাক-টু-ব্যাক অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের বিপরীতে সরবরাহের ডকুমেন্ট নেগোসিয়েশন/কালেকশনে প্রেরণকারী ব্যাংক শাখায় ফরম-খ ছক মোতাবেক আবেদনপত্র দাখিল করিবে। উৎপাদনকারী কর্তৃক সরাসরি রপ্তানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত ডিলার শাখা রপ্তানীমূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়ার পর ফরম-ক আবেদনপত্রের (চ) অংশের বর্ণনা মোতাবেক এবং উৎপাদনকারী কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে সরবরাহের ক্ষেত্রে ফরম-খ আবেদনপত্রের (চ) অংশের বর্ণনা মোতাবেক প্রত্যাবাসিত নীট এফওবি মূল্য এবং জুতা, ব্যাগ ও স্যান্ডেলের জন্য পরিশিষ্ট - 'A' তে বর্ণিত DEDO কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য সিলিং এর মধ্যে যাহা কম দাঁড়ায় উহার ১০% হারে নগদ সহায়তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিশোধ করিবে।

(চলমান পাতা--/২)

জুতা, ব্যাগ এবং স্যান্ডেল ব্যতীত অন্যান্য চামড়াজাত দ্রব্যাদি রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রত্যাবাসিত নীট এফওবি মূল্যের ১০% হারে নগদ সহায়তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিশোধ্য হইবে (এই ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের ফরম-ক ও খ এর (চ) অংশের ৩, ৪ ও ৮ নম্বর কলাম প্রযোজ্য হইবে না)। অনুমোদিত ডিলার শাখার এইরূপ সকল পরিশোধের (এবং পূর্ববর্তী কোন পরিশোধ প্রকৃত প্রাপ্যের অতিরিক্ত চিহ্নিত হওয়ার ক্ষেত্রে উহার সংশোধন বাবত ফেরত আদায়ের) তথ্যাদি ফরম-গ মোতাবেক মাসিক বিবরণীতে দুই প্রস্থে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট সকল শাখা হইতে প্রাপ্ত বিবরণীগুলির এক প্রস্থ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ফরওয়ার্ডিং পত্রসহ পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগে প্রেরণ করিবে। নগদ সহায়তা পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত ইমপ্রেষ্ট তহবিলের ব্যবহারের বিষয়ে ফরম-ঘ মোতাবেক মাসিক বিবরণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় হইতে পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিভাগে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেলে প্রেরণ করিতে হইবে। ইমপ্রেষ্ট তহবিল পুনঃযোগান প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য ফরম-ঙ মোতাবেক অনুরোধপত্র মাসিক বিবরণীটির সহিত বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে।

০৩। কেবলমাত্র ঋণপত্রের মাধ্যমে রপ্তানীর জন্যই এই সুবিধা সীমাবদ্ধ থাকিবে। রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসমূহে অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানের রপ্তানীর বিপরীতে বা ঐ এলাকায় উৎপাদিত সামগ্রী ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ দ্বারা রপ্তানীর বিপরীতে এই নগদ সহায়তা প্রদেয় হইবে না। ক্রাস্ট ও ফিনিশড্ লেদার রপ্তানীর জন্য এবং আমদানীকৃত জুতা ও অন্যান্য চামড়াজাত দ্রব্যাদি পুনঃরপ্তানীর জন্য এই সুবিধা ব্যবহার্য হইবে না। প্রতিটি আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সময়ে দাখিলকৃত বিকল্প নগদ সহায়তার আবেদনপত্র ও সকল প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র প্রতিষ্ঠানওয়ারী পৃথক পৃথক নথিতে সুবিন্যস্তরূপে পরিশোধ তারিখের পর অন্যূন তিন বৎসর পর্যন্ত শাখায় সংরক্ষণ করিতে হইবে, যাহাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল/ সরকারী হিসাব নিরীক্ষা দলের পরিদর্শন/নিরীক্ষার জন্য ঐগুলি তাৎক্ষণিকভাবে লভ্য থাকে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পণ্যওয়ারী উৎপাদন ক্ষমতা ও মূলধনী যন্ত্রপাতিসমূহের বিবরন সম্বলিত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিবন্ধনপত্র/প্রত্যয়নপত্র প্রতিষ্ঠানের রক্ষিত নথিতে রেকর্ডভুক্ত রাখিতে হইবে এবং বিভিন্ন সময় প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত নগদ সহায়তার আবেদনে উল্লিখিত চামড়াজাত সামগ্রীর পরিমান প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার বিষয়টি ঐ নিবন্ধনপত্র/প্রত্যয়নপত্রের তথ্যের আলোকে যাচাই করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া লইতে হইবে। নগদ সহায়তা পরিশোধের সকল কেস সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক ঘটনাত্তোর-ভিত্তিতে নিরীক্ষিত হইবে এবং প্রাপ্যের অতিরিক্ত অংক পরিশোধিত হইয়াছে বলিয়া চিহ্নিত কেসে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত অংক ফেরৎ আদায় সম্পন্ন করিতে হইবে।

০৪। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এতদনুসারে অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

F. E.
11

৪ বৈশাখ, ১৪০৭

এফইপিডি সার্কুলার নং- ১০ তারিখ :-
১৭ এপ্রিল, ২০০০

বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল অফিস,

আপনাদের এলাকাধীন সকল অনুমোদিত ডিলারের নিকট উপরোক্ত একই সার্কুলার নং-০৯, তারিখ ৪ বৈশাখ, ১৪০৭ (১৭ এপ্রিল,২০০০) বিতরন করিবার জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে।